হাওমিয়া

15 May, 2017
৩১ বৈশাখ,১৪২৪
১৭ সাবান ১৪৩৮ হিজরি

হাওর কন্যার কান্না

১ম
সংখ্যা

হাওর কন্যার কান্না
আজ ২৫ শে বৈশাখ
কি আমাদের উদ্দেশ্য
কাজী নজরুল ইসলাম
বিশ্বের আশ্চর্য কিছু স্থান
পেনিসিলিন আবিষ্কারের

Ours website: www.haomia.site123.me
Ours Facebook page.facebook.com/হাওমিয়া-1999075860312781

আমরা কারা

হাওমিয়া ১০/০৫/২০১৭

হাওমিয়া কে? বা হাওমিয়া কি? যারা

হয়তো আমাদের এই ম্যাগাজিনটির নাম শুনার পর এই প্রশ্ন গুলোর উওর জানতে ইচ্ছা করছে। তাদের জন্য আজকে এই লিখাটা। আগে বলি হাওমিয়ার উদ্দেশ্য কি? এটা জানতে পারলে বাকি প্রশ্ন গুলোর উওর পেয়ে জাবেন আশা করি। আমরা কয়েক জন বন্ধরা মিলে ঠিক করলাম আমাদের এখন এমন কিছু করতে হবে যাতে আমরা আমদের নিজেদের উপকার করতে পারি এবং আমদের দ্বারা অন্যরাও উপকার হতে পারে তো কি হবে সেই এমন কিছ??? আমরা অনেক সময় নিয়ে এই পরজায় আসলাম যে, আমরা তো একটা ম্যাগাজিন বের করতে পারি

যেখানে আমরা আমাদের লিখা দিব প্লাস অন্যরাও তাদের লিখা এখানে দিতে পারে। আর আমরা যদি ম্যাগাজিনটা প্রকাশ করি তা হলে তো অন্যরাও সেটা পড়তে পারে যা তাদের জ্ঞানএর পরিধি বৃদ্ধি করতে কিছুটা হলেও তো সাহায্য করতে পারবে। এই আশাতে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা তা হলে একটা ম্যাগাজিন প্রকাশ করবো যা আমাদের জ্ঞান এর বিকাশে সাহায্য করবে। যেখানে আমরা আমাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ করবো। যা আমাদের মতো অন্যদেরও সৃজনশীলতা বিকাশে একটি ভূমিকা রাখবে।

এই প্রেক্ষাপটে জন্ম হল হাওমিয়ার।
এখন আমাদের সামনে একটি বড় সমস্যা আসলো যে আমারা যদি এই রকম একটা মাগাজইন বের করি তা হলে যখন আমরা সেটা বের করবো এবং অন্যদের আহবান করবো যে তোমরা আমাদের ম্যাগাজিনটি পড়, তখন তারা আমাদের দিকে প্রশ্ন তুলবে আমরা Business করার জন্য এই রকম করছি।

এই প্রশ্ন গুলো যাতে না হতে পারে তাই জন্য আমরা ঠিক করি আমরা আমাদের ম্যাগাজিনটি বানাবো একটি বা দুইটি কপি আর যারা আমাদের এই ম্যাগাজিনটি পড়তে আগ্রহী তারা নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করে নিবে যার ব্যবস্থা আমরা করে দিব। আর আমরা আমাদের ম্যাগাজিনটি অনলিনে ও অফলাইন দুই জাইগাতে রেখেছি যার কারণে যে কেউ চাইলে তা সংগ্রহ করতে পারে। এই জন্য আমরা আমাদের ওয়েব সাইট www.haomia.site123me ও আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের ফ্রী অ্যাপ বানিয়েছি।
এখন আশা যাক কীভাবে আমাদের আপনারা লিখা দিবেন। যারা আমাদের স্কুল এর তারা সরাসরি আমাদের লিখা দিতে পারেন। এই জন্য আমাদের ক্লাস এ যোগাযোগ করতে হবে(jalalabad cantonment public school & collage, class 9 (c).
আর যারা বাহিরের তারা তাদের লিখা দিতে ছিলে আমাদের ফেসবুক পেজ ,অ্যাপ বা ওয়েবসাইট এ আমাদের দিতে পারেন।

আর কি লিখা আপনি দিবেন। তা পুরটাই আপনার ইচ্ছা। আপনি চাইলে গল্প (যেকোনো প্রকার) দিতে পারেন, উপন্যাস, কৌতুক, কবিতা আরটিক্যাল, আপনার আবিষ্কার, বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে, কোন বই বা যেকোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করে
এ ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে কই থেকে নিয়েছেন।

আমরা ম্যাগাজিনটি বের করতে চেষ্টা করবো ১৫ দিন পরপর। তবে আমরা সবাই যেহেতু স্টুডেন্ট তাই হই তো কম বেশি দিন হতে পারে।
ও হ্যাঁ এখন বলাযাক আমাদের ম্যাগাজিন এর নাম সম্পর্কে। আমরা ম্যাগাজিন এর নামটি নিয়েছি প্রথম আলোর প্রকাশিত বিজ্ঞান চিন্তার একটা লিখা থেকে। যেখানে কোন এক জায়গাতে এই হাওমিয়া নামটি লিখা ছিল। আমদের নামটা ভালো লেগেছে তাই আমরা ম্যাগাজিনটির নাম রাখি হাওমিয়া।

আমরা যারা ম্যাগাজিনটি operate করছি মাহাদি, ইসহাক, সামি, তাকরিম, রাশেদ, মুমিত,অপু গালিব ও আমি মোঃ আজরাফ আল মনজিম। আপনাদের সাহায্য পেলে আমাদের এই ম্যাগাজিনটি CONTINUE করতে পারব। আর আমরা আশা করি আপনাদের ভালো feedback পাবো। Thank you people.

*বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা, মুক্তিপণ দাবি 13 মে ২017,

*রোনালদোর এক বেলার দাম সাড়ে 9 কোটি টাকা! ফুটবল লিকস: দ্য ডার্টি বিজনেস অব ফুটবল 'থেকে এই তথ্য প্রকাশ করেছে স্পোর্টস মেইল।

*মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন 'দ্য রক "হলিউড অভিনেতা রেসলার ডোয়াইন জনসন তিনি ২০২0 সালে মার্কিন নির্বাচনে লড়তে চান।

*1000 কোটি রুপির ক্লাবে 'বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন'

update

*অ্যালেক্সার ওয়েব র‍্যাংকিং অনুযায়ী সবচেয়ে বেশিবার দেখা ওয়েবসাইটগুলোর একটা তালিকা এখানে প্রকাশ করা হলো।1। গুগল ২। ইউটিউব 3। ফেসবুক 4। বাইদু 5। উইকিপিডিয়া 6। ইয়াহু

*মূত্র থেকে ব্যাটারি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদার্থবিজ্ঞানীরা কম খরচে বেশি ক্ষমতার এমন এক ব্যাটারি তৈরির কথা উল্লেখ করেছেন, যেটির মূল উপাদান হবে ইউরিয়া।

*বর্তমানে প্রতি মাসে সক্রিয়ভাবে 50 কোটি যন্ত্রে উইন্ডোজ 10 সফটওয়্যারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে বিল্ড ২017 শীর্ষক ডেভেলপারদের সম্মেলনে এ তথ্য জানান মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলা।

*চেহারা বদলে দিচ্ছে ফেসঅ্যাপ

update

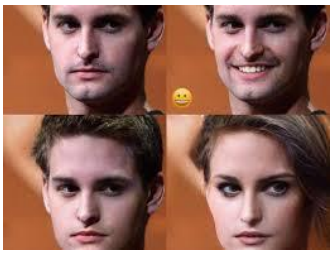

* চলতি বছরের প্রথম তিন মাস জানুয়ারি থেকে মার্চ বা প্রথম প্রান্তিকে বিশ্ববাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে অ্যাপলের আইফোন 7।

*বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ফোরজি স্মার্টফোন ফোনটির নাম হবে জেলি। চলবে অ্যান্ড্রয়েড 7.0 নোগাট সংস্করণে

ধূমকেতুর বুকে রোসেটার সমাধি ধূমকেতুর অনেক অজানা রহস্যের তথ্য জানিয়ে গেল রোসেটা নামের এক মহাকাশ যান। 30 সেপ্টেম্বর ২016 ধূমকেতুর বুকে রোসেটাকে 'ক্র্যাশ' করালেন ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইসা) গবেষকেরা।

*চলতি বছরের প্রথম তিন মাস জানুয়ারি থেকে মার্চ বা প্রথম প্রান্তিকে বিশ্ববাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে অ্যাপলের আইফোন 7।

* কফিতে ভ্যানগঘের আঁকা ছবি

*চলতি বছরের প্রথম তিন মাস জানুয়ারি থেকে মার্চ বা প্রথম প্রান্তিকে বিশ্ববাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে অ্যাপলের আইফোন 7। বাজারের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আইফোন 7 প্লাস। তৃতীয় জনপ্রিয় স্মার্টফোন হিসেবে উঠে এসেছে চীনা স্মার্টফোন নির্মাতা অপোর আর 9 এস মডেলটি। স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি জে 3 বাজারের দুই শতাংশ দখল করে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। বাজারের এক শতাংশ দখল করে তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে গ্যালাক্সি জে 5

*ফেসবুক ব্যবহারকারীর হিসেবে ঢাকা এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চল মিলিয়ে ঢাকা শহর বোঝানো হয়েছে। এখানে ২ কোটি ২0 লাখের বেশি মানুষ সক্রিয়ভাবে ফেসবুক ব্যবহার করছেন।

হারিয়ে যাবে সব

নুসরাত নাহার হৃদিকা
ক্লাসঃ নবম (বিজ্ঞান গ) রোলঃ ১২
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ।

Jcpsc কে আমি ভালবাসি,
এখানে হয় মজা আর হাসাহাসি।
আরও আছে কড়া স্যারদের কড়া শাসন,
আর রসিক স্যারদের মজার ভাসন।
বন্ধুরা মিলে করি তিড়িং বিড়িং,
যেন এক একটা ঘাস ফড়িং।
আরও আছে অনেক বাড়া কথা,
যা শুনলে গা কাঁপে যথা তথা।
এমন কতো ভয়ের আর মজার স্মতি,
এগুলো সব jcpsc -র রীতি।
বন্ধু আমার আছে ভারি,
দেই আমরা শুধু আড়ি।
আরও আছে ধুম ধুম মারামারি,
আর আছে ঝগড়াঝাঁটি হাড়ি হাড়ি।
এসব যদি না হয়,
তবে বন্ধু মানে কি হয়!
এসব মনে পড়লে এখন হইত লাগবে খারাপ,
তবে বড় হয়ে মনে পড়লে মন করবে ধরাপ ধরাপ।
মন হয়ে যাবে ভারি আর করবে দৌড়াদৌড়ি,
যেতে চাবে বন্ধুদের কাছে অনেক তাড়াতাড়ি।
কিন্তু তখন হয়তো করবো কাজ আর থাকবো অনেক busy
তাই সময় নিয়ে করবো তখন অনেক খোজাখোজি।

কিন্তু তখন হবে না কোনও সময়,
পাব না সময় খুজে পুরো জগত ময়।
হয়তো মনে হবে ছোট বেলার মজা ছিল কতো!
আর চোখে জমা হবে অশ্রু শত শত।
মনে চাইবে তোদের কাছে উড়ে যাই,
কিন্তু ভেবে তখন লাভ নাই।
এমনি থেকে যাবে স্বপ্ন যত,
তখন তা ভেসে যাবে সমুদ্রের ঢেওএর মতো।
তখন মন বলবে,"Miss করছি অনেক তোদের রে",
কিন্তু সেই মজাগুলো এর পাব না যে ফিরে আর।
হয়তো হারিয়ে যাবে কার Number,
তখন খোঁজ নিতে পারবো না আর তার।
এভাবে অনেক কিছু হারিয়ে যাবে সারা জীবনের জন্য,
আর ধীরে ধীরে মনের মজার ঘরটি হয়ে যাবে শূনো।
আমরা কতো কথা করেছি যে share,
আর সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, "I am here so don't fair".
তখন এ সব ভেবে আর পাব না আর কোনও সুখ,
শুধো হবে কষ্ট আর পাব দুখ।
তখন মনে মনে বলবো সেই সব কিছুকে বলবো বিদাই,
আর সেই school এর বন্ধুদের বলবো Good Bye!!!

হাওর কন্যার

মোঃ আজিজ রেজা অপু
ক্লাসঃ নবম (বিজ্ঞান গ) রোলঃ ০৩
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ।

হাওর শব্দটি সংস্কৃত শব্দ "সাগর" আর বিকৃত রূপ বলে ধারণা করা হয়। তবে এটি সাগর থেকে খুব একটা কম নয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশর হাওর গুলি সমুদ্রের আকার ধারণ করে। কিন্তু শীতকালে হাওর গুলি বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে রূপ নেয়। বাংলাদেশে ছোট বড় সর্বমোট ৪৭টি হাওরের সন্ধান পাওয়া গেছে।বাংলাদেশের সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে হাওরের সংখ্যা বেশি বলে প্রমাণিত। সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলা,হবিগঞ্জ জেলার বৃহদাংশ এবং সিলেট শহর ও মউলোভীবাজার জেলার অংশবিশেষ নিয়ে অনেক হাওর এর দেখামিলা জায়।এর মধ্যে সিলেট এর জনপ্রিয় হাওর গুলি হলঃ শনির হাওর,হাইল হাওর, হাকালুকি হাওর,ডাকের হাওর, মাকার হাওর, ছাইর হাওর, টাংগুয়ার হাওর, কাওর দিঘি হাওর। হাওরগুলি বাংলাদেশের উৎপাদনশীল অঞ্চল বা জলাভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। হাওরগুলি বাংলাদেশার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গন্য করা হয় অতিথিদের জন্য অর্থাৎ অতিথি পাখিদের জন্য। এ অঞ্চলগুলো অতিথি পাখিদের সাময়িক

জেলা	ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	সম্পন্ন ক্ষতিগ্রস্ত জমি হেক্টর	সম্পন্ন ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি
সুনামগঞ্জ	১১	৮৮	১৭২৬১৭	১০২৪৩৬	২৬০০
সিলেট	১৩	১০৫	২১২৫৭০	২৬৭১৫	২০
নেত্রকোনা	১০	৮৬	১৬৭১৮০	১৯৫৬৬	-
কিশোরগঞ্জ	১৩	৫৬	১৪৮৬৮৭	৪৫২৫৬	-
হবিগঞ্জ	০৮	৬৪	৭৪৪৪০	১৫৯৫৩	৪৬
মৌঃবাজার	০৭	৬০	৭৪৫৯৪	৯৯১৪	১৯৪
মোট	৬২	৫১৮	৮৫০০৮৮	২১৯৮৪০	২৮৬০

বিশ্রামক্ষেএ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পরিযায়ী জাতীয় অসংখ্য জলজ পাখিসহ অসংখ্য হাঁসের আবাসস্থল এই হাওর গুল। জলাভূমি গুলোর বনাঞ্চলে এক সময় জল সহিষ্ণু উদ্ভিদ যেমন - হিজল (Barringtonia acutangula) ও কবোচ (Pongamia pinnata) প্রচুর জন্মাত। হাওর মানুষের উপকারে আসার পাশাপাশি অপকারও করে। যাকে আজ "হাওর কন্যার কান্না" বলা

হয়। হাওরকে কেন্দ্র করে যেসব মানুষ বাস করে তাদের জন্য চরম দুর্ভোগ ডেকে আনে ওই হাওর। তবে তা হয় বর্ষাকালে। বাংলাদেশের হাওরগুলর বেশিরভাগ নদীর সাথে সংযুক্ত। তাই বর্ষাকালে নদীর উপচে পড়া পানি হাওরগুলকে সমুদ্রে পরিণত করে। যার কারণে দীর্ঘ ৭ থেকে ৮ মাসের বন্যার শিকার হয় হাওর এলাকাবাসি। সেই সময়ে গ্রামগুলো কে দ্বীপের মতো লাগে। এর জন্য গ্রামবাসী দোষ দেয় হাওরকে। কিন্তু একটা কথা আছে হলো,

"যত দোষ, নন্দ ঘোষ"

বন্যার কারণ হলো সেইসব নদী যারা হাওরকে নিজের সাথে সংযুক্ত করে রাখে। তাদের জন্যই হাওর আজ দোষী। তার কারণ হলো ইন্ডিয়া। কেননা তারা বেশির ভাগ নদীতে বাধ দিয়ে রেখেছে। যখন ইন্দিয়াতে নদীর পানি বেড়ে যায় তখন তারা সুইচ গেট গুল খুলে দেয়। এর অনেক দিন নদীর গভীরতা কমে যাওয়ার জন্য পানির উচ্চতা বেড়ে যায় এ কারণে হাওর এর পানি বেড়ে যায়। যার কারণে আজ হাওর কন্যার চোখে পানি। এই জন্য আজকে এর আমরা দেখছি কৃষক এর চোখে পানি। হঠাৎ বন্যার কারণে কৃষকরা তাদের এক মাত্র ফসলকে হারিয়ে

জেলা	ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত জলাশয়ের সংখ্যা	মতসসম্পদের ক্ষতি (মে. টন)
সুনামগঞ্জ	১১	২৩	৪৯.৭৫
সিলেট	৩	৮	২১
নেত্রকোনা	৩	১৪	১১৮.৮২
কিশোরগঞ্জ	০	০	০
হবিগঞ্জ	০	০	০
মৌঃবাজার	৩	১	২৫
মোট	২০	৪৬	২১৩.৯৫

দিশেহারা হয়ে পরেছে। বোরো মৌসমের ধানগুলো পানির নিচে সম্পন্ন তলিয়ে গিয়েছে। অভাব অনটন এর ঋণে হাওরবাসির দুর্ভোগ আজকে আমরা নিজের চোখে আমরা তা দেখছি। এই হাওরবাসির দুর্ভোগ বিনাস করার দায়িত্ব কার? প্রশ্ন রইল সবার কাছে। কিন্তু উওরটা আমিই দিতেই চাই। আমার মতামতও বলতে পারেন। আমার মতে, যত বাংলাদেশী আছেন তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করুন এই মানুষ গুলো আবার জাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। আমাদের উচিত এখন তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো। তারা যেন বঝতে না পারে যে, তারা একা। তাদের সাহায্য করারা মতো কেউ নেই। শধু এইটুকু বিশ্বাস তাদের মনে স্থাপন করুন। তাহলে তাদের সমস্যা দূর হবে। এছাড়া দেশের সরকারেরও অগ্রসর হতে হবে। হাওর এলাকার বাধ গুলো তৈরিতে এর যেন কোন দূরনীতি না হতে পারে সেইটা আমাদের দেখতে হবে প্লাস যার যার নিজ দায়িত্ব ভাল করে পালন করেতে হবে। তাহলে আমাদের আর এই রকম অবস্তাতে পরতে হবে না। তা হলে আর হাওর কন্যা কেন কোন দুর্যোগ এ কোন হাওর কন্যার মতো কন্যার না কান্না করতে হবে না।

হাওর

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত "আলির হাওর"। দিগন্তে, মেঘালয়ের কোলে, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে খাসিয়া পাহাড়।

হাওর বা হাওড় হলো সাগরসদৃশ পানির বা জলের বিস্তৃত প্রান্তর।[১] প্রচলিত অর্থে হাওর হলো বন্যা প্রতিরোধের জন্য নদীতীরে নির্মিত মাটির বাঁধের মধ্যে প্রায় গোলাকৃতি নিচুভূমি বা জলাভূমি। তবে হাওর সব সময় নদী তীরবর্তী নির্মিত বাঁধের মধ্যে নাও থাকতে পারে। হাওরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতি বছরই মৌসুমী বর্ষায় বা স্বাভাবিক বন্যায় হাওর প্লাবিত হয়, বছরের কয়েক মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে এবং বর্ষা শেষে হাওরের গভীরে পানিতে বা জলে নিমজ্জিত কিছু স্থায়ী বিল জেগে উঠে। গ্রীষ্মকালে হাওরকে সাধারণত বিশাল মাঠের মতো মনে হয়, তবে মাঝে মাঝে বিলে পানি বা জল থাকে এবং তাতে মাছও আটকে থাকে "সাগর" শব্দটি থেকে "হাওর" শব্দের উৎপত্তি বলে ধরে নেয়া হয়।

হাওর মূলত বিস্তৃত প্রান্তর, অনেকটা গামলা আকৃতির জলাভূমি যা প্রতিবছর মৌসুমী বৃষ্টির সময় পানিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমগ্র বর্ষাকাল জুড়ে হাওরের পানিকে সাগর বলে মনে হয় এবং এর মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলোকে দ্বীপ বলে প্রতীয়মান হয়। বছরের সাত মাস হাওরগুলো পানির নিচে অবস্থান করে। শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ পানি শুকিয়ে গিয়ে সেই স্থানে সরু খাল রেখে যায় এবং শুষ্ক মৌসুমের শেষের দিকে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যেতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে হাওরের পুরো প্রান্তর জুড়ে ঘাস গজায়, গবাদি পশুর বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠে। হাওরে আগত পানি প্রচুর পলিমাটি ফেলে যায় যা ধান উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হাওর অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়।
IUCN-এর তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রায় ৪০০ হাওর রয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থান বা এলাকার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের হাওরকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়:

১. পাহাড়ের পাদদেশে বা পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থিত হাওর

২. প্লাবিত এলাকার হাওর

৩. গভীর পানিতে প্লাবিত এলাকার হাওর।

এই তিন শ্রেণীর হাওর এলাকার মৎস্য সম্পদ, পানি সম্পদ, কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক শর্তগুলো আলাদা আলাদাভাবে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হাওর রয়েছে সিলেট বিভাগে। বাংলাদেশের হাওরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

হাকালুকি হাওর

মূল নিবন্ধ: হাকালুকি হাওর

হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর, তন্মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। এটি বৃহত্তর সিলেট জেলার বড়লেখা (৪০%), কুলাউড়া (৩০%), ফেঞ্চুগঞ্জ (১৫%), গোলাপগঞ্জ (১০%) এবং বিয়ানীবাজার (৫%) জুড়ে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিকভাবে এর অবস্থান, উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড় এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশে। ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে উজানে প্রচুর পাহাড় থাকায় হাকালুকি হাওরে প্রায় প্রতি বছরই আকস্মিক বন্যা হয়। এই হাওরে ৮০-৯০টি ছোট, বড় ও মাঝারি বিল রয়েছে। শীতকালে এসব বিলকে ঘিরে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে মুখর হয়ে উঠে গোটা এলাকা।

Name: *Alam (fake name)*

Success

***Success** is no mystery. It is simply the result of consistently applying some basic principles. Success doesn't mean the absence of failures; it means the attainment of ultimate objectives. It means winning the war, not every battel. The secrets of success can be learnt from the life life histories of successful people. Successful people have certain qualities in common no matter which period of history they lived in. and no matter what their fields of endeavor. Success is not an accident. It is the result of your attitude and your attitude is a choice.*

Let's take a look of this story – ***A priest was driving when he saw an exceptionally beautiful farm. He stopped at the edge of a field, go out and stood quietly, appreciation the bountiful crop. The farmer was riding on his tractor and saw the priest. He drove over to when the priest was standing. The priest said to him:***

"God has blessed you with a beautiful farm. You should be grateful for it."
The farmer replied:
"Yes God has blessed me with a beautiful farm and I am grateful for it, but you should have seen this farm when God had whole farm to himself!"

How Do We Define Success?

What makes a person successful? How do we recognize success?
In one sentence I will say – Success is the progressive realization of a worthy goal.

But for the answers of this questions, let's take a look at these definitions carefully.
"Progressive" means that success is a journey, not a destination. We never arrive. After we reach one goal, we go on to the next and the next and the next so on.

"Realization" means it is an experience. Outside forces cannot make me feed successful. I have to feel it within myself. It is internal not external. That is why what often appear as success externally may be total hollowness within. I see success as a manifestation of good luck that result from inspiration generally in that sequence.

Success and happiness go hand in hand. Success is getting what you want and happiness is wanting what you get.

Success is not measured by how high we group in life, but rather by how many times we bounce back when we fall down. It is this bounce back ability that determined success.

Adapted from: You can win_ Shiv Isher

আলো গতি এক আশ্চর্য ব্যাপার

মোঃ আজরাফ আল মনজিম
ক্লাসঃ নবম (বিজ্ঞান গ) রোলঃ ১৫

প্রথমে একটা কথা বলা ভাল যে আমি জানি না আসলেই যে কে এই বিষয়টা নিয়ে প্রথমে ভেবেছিল বা কাকে এই বিষয়টার আবিস্কারক বলা হয়। হয়তো আমি কিভাবে বিষয়টা জানতে পেরেছি। সেসব যাই হোক আশা করি বিষয়টা সবাই বুঝতে পারবে। কিছু ভুল হলে দয়া করে মাফ করে দিবেন। তাহলে শুরু করা যাক।

আমরা একটা বস্তকে কখন দেখতে পারি? যখন বস্তুটি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে আমাদের চোখের রেটিনাতে পরে, তখনি আমরা বস্তুটি কে দেখতে পারি। আমরা কোনো জিনিসকে দেখতে পারি তার কারণ কিন্তু আলো বা (light). এখন প্রশ্ন হল আলো কি? সাধারণ অর্থে আলো হল কণা আবার তরঙ্গ। প্রাচীনকালে আলোর গতি অসীম ভাবা হত।কিন্তু আমরা এখন জানি আলোর গতি অসীম নয়। আলোর গতি হল ঘন্টাই 1080000000 km বা ঘন্টাই 1.08×10^{12} m অর্থাৎ সেকেন্ড এ 3×10^{8} এখন আসা যাক মূল বিষয় এ। আমরা কি কখনও আলোর এই গতিটা কে নিয়ে ভাবে দেকেছি। যদি একটু ভাবি তা হলে একটা অবাক করার মতো একটা বাস্তব বুঝতে পারবো। আর সেই বাস্তবটা হল "আমরা যা কিছু দেখছি তার সব কিছুই অতীত আর আমরা বর্তমানকে শুধুমাত্র বুঝতে বা অনুভব করতে পারি। আর বর্তমানকে কখনোই চোখে দেখা সম্ভব নয়।" এই কথাটা যে বলেছিল সে হয়তো একটা গাধা বা পাগল বলে আমরা ভাবছি। কিন্তু আশা করছি সামান্য এই বিষয়টা একবার পড়ার পর হয়তো তোমারও হয়তো এই কথাটা বলবা। তাহলে সহজে বোঝার জন্য গাণিতিক ভাবে প্রমাণ করে দেখি।

আমরা জানি

আলোর গতি 1 সেকেন্ডে = 300000 কি.মি.

বা, = 300000000 মি.

বা, = 300000000000 মি.মি.

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে ,

300000 কি.মি. দুরের কোনও বস্তুকে আমরা দেখতে পারবো 1 সেকেন্ড পর(আলো প্রতিফলিত হবার পর)

ধরা যাক,

তুমি আর তোমার বন্ধু একটা সমতল মাঠে দাঁড়িয়ে আছ। তোমাদের মধ্য দূরত্ব 600000 কি.মি. এখন তোমার বন্ধু তোমার দিকে একটি লেজার দিয়ে আলো ছুরলো। ঐ লেজার এর আলোর গতি সেকেন্ডে 600000 কি.মি. তাহলে তুমি কতো ক্ষণ পর আলোটি দেখতে পারবা?

$=\frac{600000}{300000}$ সেকেন্ড

= 2 সেকেন্ড

এর অর্থ কি দাঁড়ায়। এই মহূতে তোমার বন্ধু আলো ছুড়লে তা তুমি দেখতে পারচ্ছ 2 সেকেন্ড পর। এখন বিষয়টি অল্প দুরুত্বের ক্ষেত্রে দেখা যাক।

ধরা যাক তোমার চোখের 1 মি.মি. সামনে একটি বস্তুর ক্ষেএে,

আগেই বলেছি আলো 1 সেকেন্ডে যায়= 300000000000 মি.মি. তাহলে,

আলো 300000000000 মি.মি যায়= 1 সেকেন্ডে

∴ “ 1 মি.মি যায় $= \frac{\square}{\square 00000000000}$

=3.333333333×10

=0.00000000003 সেকেন্ডে

যদি ধরে থাকি তোমার চোখের সামনের ১ মি.মি দূরের একটি বস্তুতে আলো প্রতিফলিত হওয়া মাত্র যদি তোমার চোখে পরে তা হলে আলোটি (ধরে নেই একটি ফোটন) ফোটনটি চোখে পরবে =0.00000000003 সেকেন্ড পর। এর মানে কি? যেহেতু ফোটনটি ১ মি.মি পথ বা দুরত্ব অতিক্রম করে আসছে এবং তারপর আমরা বস্তুটি দেখতে পারছি তাই বলা যায় যে, বস্তুটি 0.00000000003 সেকেন্ড আগের। এর মানে এর পরবর্তী ফোটনটি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসবে আর 0.00000000003 সেকেন্ড পর। আলো কোনও বস্তুর ওপর প্রতিফলিত হবার পর আমরা তা দেখতে পারি এজন্য বলা যায় যে, ১ মি.মি দূরে অবস্থিত কোনও বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পরার মধ্য এই বিশ্বভমান্ডে 0.00000000003 সেকেন্ড সময় পার হয়ে গিয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা, ১ মি.মি বেশি দুরত্বের বস্তুর ক্ষেএে সময়টা আরও বেশি।

আমরা বলতে পারি আমরা যাই দেখতে পারি সব কিছু অতিতের।

আলো (Light) এক ধরনের শক্তি বা বাহ্যিক কারণ, যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়। *আলো* বস্তুকে দৃশ্যমান করে, কিন্তু এটি নিজে অদৃশ্য। আমরা আলোকে দেখতে পাই না, কিন্তু আলোকিত বস্তুকে দেখি। *আলো* এক ধরনের বিকীর্ণ শক্তি। এটি এক ধরনের তরঙ্গ। *আলো* আড় তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গমন করে।

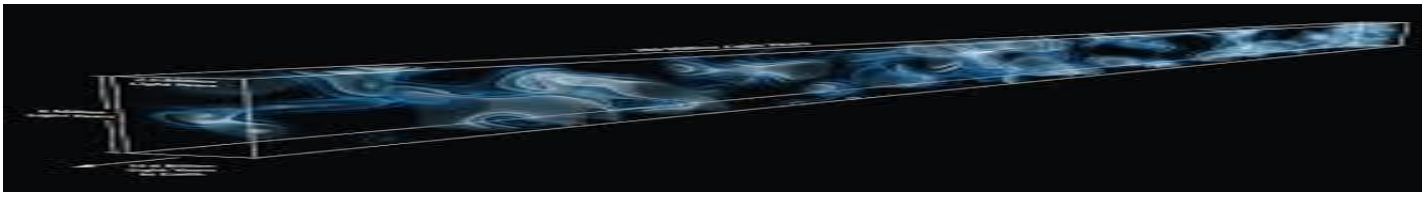

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম দিনে

১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। চুরুলিয়া গ্রামটি আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানায় অবস্থিত। পিতামহ কাজী আমিনউল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয়া পত্নী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান তিনি। তার বাবা ছিলেন স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম। তারা ছিলেন তিন ভাই এবং বোন। তার সহোদর তিন ভাই ও দুই বোনের নাম হল: সবার বড় কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন, বোন উম্মে কুলসুম। কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া।

তিনি স্থানীয় মক্তবে (মসজিদ পরিচালিত মুসলিমদের ধর্মীয় স্কুল) কুরআন, ইসলাম ধর্ম , দর্শন এবং ইসলামী ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯০৮ সালে যখন তার বাবা মারা যান তখন তার বয়স মাত্র নয় বছর।
মক্তব, মসজিদ ও মাজারের কাজে নজরুল বেশি দিন ছিলেননা। বাল্য বয়সেই লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একটি লেটো (বাংলার রাঢ় অঞ্চলের কবিতা, গান ও নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক চর্চার ভ্রাম্যমান নাট্যদল) দলে যোগ দেন। তার চাচা কাজী বজলে করিম চুরুলিয়া অঞ্চলের লেটো দলের বিশিষ্ট ওস্তাদ ছিলেন এবং আরবি, ফারসি ও উর্দূ ভাষায় তার দখল ছিল। এছাড়া বজলে করিম মিশ্র ভাষায় গান রচনা করতেন।

১৯১৭ সালের শেষদিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রথমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত প্রদেশের নওশেরায় যান। প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন ১৯১৭ সালের শেষভাগ থেকে ১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর। সৈনিক থাকা অবস্থায় তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। এ সময় নজরুলের বাহিনীর ইরাক যাবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় আর যাননি। ১৯২০ সালে যুদ্ধ শেষ হলে ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেয়া হয়। এর পর তিনি সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯২২ সালে বিজলী কবিতায় প্রকাশিত হওয়ামাত্রই জাগরণ সৃষ্টি করে।দৃপ্ত বিদ্রোহী মানসিকতা এবং অসাধারণ শব্দবিন্যাস ও ছন্দের জন্য আজও বাঙালী মানসিকতায় কবিতাটি "চির উন্নত শির" বিরাজমান।

বল বীর -
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর -
বল মহা বিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর-
আমি চির উন্নত শির

asaduzzaman akash

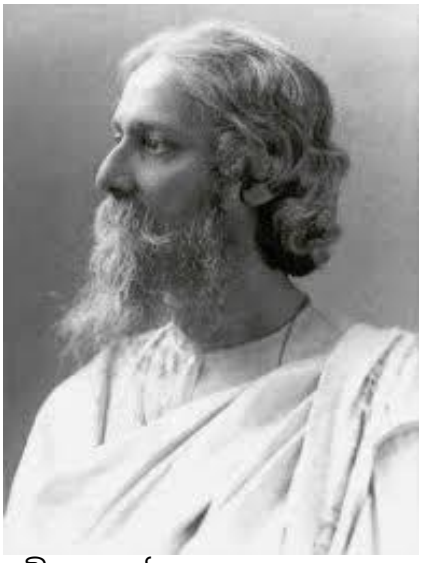

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ – ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) (খ্রিস্টীয় ৭ মে, ১৮৬১ – ৭ অগস্ট, ১৯৪১) ছিলেন বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, সংগীতস্রষ্টা, নট ও নাট্যকার, চিত্রকর, প্রাবন্ধিক, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তিনি বাংলা ভাষার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব', 'বিশ্বকবি' ও 'কবিগুরু' অভিধায় অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর মোট ৯৫টি ছোটগল্প এবং ১৯১৫টি গান যথাক্রমে 'গল্পগুচ্ছ' ও 'গীতবিতান' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৩২টি খণ্ডে 'রবীন্দ্র রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় পত্রসাহিত্য ১৯ খণ্ডে 'চিঠিপত্র' সংকলনে ও অন্য চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রায় দু'হাজার ছবিও এঁকেছিলেন। তাঁর রচনা আজ বিশ্বের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে ও হচ্ছে।

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার এক ধনাঢ্য সংস্কৃতিবান পিরালি ব্রাহ্মণ পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। বাল্যে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণে তিনি অসম্মত হয়েছিলেন। তাই গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে বাড়িতেই তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মাত্র আট বছর বয়সে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি। ১৮৭৪ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম ছিল 'অভিলাষ'। এটিই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৮৭৮ সালে সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন। ১৮৮৩ সালে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৯০ সাল থেকে তিনি পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের জমিদারি এস্টেটে বসবাস শুরু করেন। ১৯০১ সালে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে। এখানেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯০২ সালে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। ১৯০৫ সালে জড়িয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথই এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেলজয়ী সাহিত্যিক। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি প্রদান করে। কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীনিকেতন। এই সংস্থা গ্রামীণ সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী বিদ্যালয়। দীর্ঘজীবনে বহুবার বিদেশভ্রমণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রচার করেছিলেন সৌভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার বাণী। ১৯৪১ সালে দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতার পৈত্রিক বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাবগভীরতা, গীতিধর্মিতা চিত্ররূপময়তা, অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোম্যান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, বাস্তবচেতনা ও প্রগতিচেতনা। তাঁর গদ্যভাষাও কাব্যিক। ভারতের ধ্রুপদি ও লৌকিক সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনা ও শিল্পদর্শন তাঁর রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। গ্রামীণ উন্নয়ন ও গ্রামীণ জনসমাজে শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে সার্বিক সমাজকল্যাণের তত্ত্ব প্রচার করতেন তিনি। পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ঈশ্বর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরের মূল নিহিত রয়েছে মানব সংসারের মধ্যেই। তিনি দেববিগ্রহের পরিবর্তে মানুষ অর্থাৎ কর্মী ঈশ্বরকে পূজার কথা বলতেন। সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর গান। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' তাঁরই রচনা।

বাংলা উইকিপিডিয়া

সুন্দর পৃথিবীর ভয়ংকর ও বিচিত্র কিছু স্থান

আব্দুল্লাহ আল মামুন

খুনি হ্রদ:

সুন্দর এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য হ্রদ বা জলাশয়গুলোর বিশাল ভূমিকা রয়েছে। অনেকেই অবকাশ যাপনের জন্য বেছে নেন হ্রদবেষ্টিত কোনো স্থানকে। তবে ক্যামেরুনে রয়েছে এমন একটি হ্রদ যাতে অবকাশ যাপন তো দূরের কথা এর ২৩ মাইলের মধ্যে গেলেই মারা যেতে পারেন। স্থানীয়ভাবে এই হ্রদটিকে বলা হয় 'Killer Lake' বাংলায় যার অর্থ দাড়ায় 'খুনি হ্রদ'। তবে এর আসল নাম 'নয়োজ' (NYOS). ১৯৮৬ সালে এই হ্রদ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর বুদবুদ বের হওয়া শুরু করে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড সালফার ও হাইড্রোজেনের সাথে মিশে বায়ুমন্ডলে চলে যায়। সে সময় এই গ্যাসের প্রভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১,৭০০ মানুষ ও ৩,৫০০ গবাদিপশু মারা যায়। যারা বেচে ছিল তাদেরকেও দির্ঘমেয়াদি কষ্টকর পার্শপ্রতিক্রিয়া যেমন ক্ষত, টিস্যু পোড়া এবং শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা প্রভৃতিতে ভুগতে হয়েছিল। এরপর থেকেই এই হ্রদটির নাম হয়ে যায় 'খুনি হ্রদ'। এরকমটি হওয়ার কারণ হলো, এটি একটি মৃত আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখের পাশে অবস্থিত। এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেও এটি লাভায় পরিপূর্ণ এবং এর মধ্য থেকেই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। পর্বতের এই অংশটি ওক পর্বতমালার অন্তর্গত যা ক্যামেরুনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত।

শ্যাম্পেন লেক:

নাম শুনে মনে করতে পারেন এই লেকে বোধহয় পানি থেকেই বোধহয় শ্যাম্পেন হয়। আসলে তা নয়। এই লেকের পানি থেকে শ্যাম্পেন না হলেও এই লেকের পানি থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বুদবুদ বের হওয়ার ধরন অনেকটা শ্যাম্পেনের বোতল খোলার পর যে রকম বুদবুদ করে ভিতর থেকে শ্যাম্পেন বেরিয়ে আসে সেরকম। এ কারণে এটিকে শ্যাম্পেন লেক বলা হয়। নিউজিল্যান্ডের এর Wai-O-Tapu তে অবস্থিত। Wai-O-Tapu জায়গাটি আবার রুটুরুয়া তে অবস্থিত। মাউরি ভাষ থেকে অনুবাদ করলে জানা যায় Wai-O-Tapu এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র পানি অথবা রঙিন পানি আর রুটুরুয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে কাহুমাতামমিও, যে ছিল লর্ড মারিওর চাচা যিনি এই অঞ্চলটি আবিষ্কার করেছেন। পুরো রুটুরুরা অঞ্চলটিই তিব্র ভাবে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি,পানি ও বাষ্প ও আরো বহু অদ্ভুত প্রাকৃতিক বৈশিষ্টে গঠিত ও পরিপুর্ণ।

বিয়ার লেক আরোরা:

শ্যাম্পেনের পরই আসছে বিয়ার লেক অরোরা। এই লেকটি আলাস্কায় অবস্থিত। আর আরোরা বলতে বুঝায় বিয়ার লেকএর আকাশের মনরোম রঙ্গিন

আলোর খেলা। এটাকে উত্তরের আলো বা (Northan Light)ও বলা হয়। বিয়ার লেক আরোরা প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি। আকাশের এই রঙ্গিন খেলাকে নিয়ে রয়েছে অনেক লোককথা। এর ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। প্রাচীণ লোককথা থেকে জানা যায়, এই আনিন্দ্য সুন্দর আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করেছিলো রোমান্স সুর্যদয়ের দেবতা আরোরা (Aurora)। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেযে সুর্যবায়ু সাথে যখন পৃথিবীর চোম্বকক্ষেত্রের সংঘর্ষ ঘটে তখনি এই রহস্যময় আলোর উৎপত্তি হয়।

নরকের দরজা:

ভয়ংকর এই স্থানটি তুর্কমেনিস্তানের কারা-কুর মরুভূমির দারভাযা গ্রামের পাশে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি কোম্পানি গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য খনন কাজ চালায়। তখনই ঘটে এক বিশাল বিস্ফোরণ। বন্ধ হয়ে যায় গ্যাসক্ষেত্রটি। মারা যায় অনেক লোক। আর সৃষ্টি হয় বিশাল আগুনে ভরা বড় বড় গর্ত। আর এই বিশাল গর্ত থেকে ক্রমাগত নির্গত হচ্ছে মিথেন গ্যাস আর তার থেকে আগুন। এই আগুনের তাপ এত বেশি যে তার পাশে ২ মিনিটের বেশি দাঁড়ানো সম্ভব নয় কিছুতেই। আর এরপর থেকেই স্থানটির নাম 'নরকের দরজা'।

স্নেক আইল্যান্ড:

ব্রাজিলের স্নেক আয়ারল্যান্ড। চার লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের দ্বীপটিতে বছরের পর বছর ধরে রাজত্ব করে চলেছে গোল্ডেন ল্যান্সহেড নামের ভয়ংকর বিষধর এক প্রজাতির সাপ। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আছে, দ্বীপটির প্রতি বর্গমিটার এলাকায় পাঁচটি করে সাপের দেখা মেলে। ব্রাজিলের নৌবাহিনী এ দ্বীপটিতে সাধারণের চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

রেসট্রাক প্লায়া:

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে মৃত্যু উপত্যকায় অবস্থিত এই স্থানটি আমেরিকানদের কাছেই এক রহস্য। এই স্থানটির সবচেয়ে রহস্যময় বিষয় হলো এর বুকে ভেসে বেড়ানো পাথরগুলো। কিভাবে এই পাথরগুলো ভেসে ভেসে এসেছে তার কোনো কুলকিনারা কেউ করতে পারেনি। এই ভেসে বেড়ানোর কারন হিসাবে বলা হচ্ছে বায়ু প্রবাহ। শীতকালে যখন এই মরুভুমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন racetrack playa প্রচুর পিচ্ছিল হয়ে যায়। তখন প্রবল বায়ু প্রবাহের ফলে পাথর গুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করে।

শ্বেত মরুভূমি:

মিশরের ফারাফ্রা মরুদ্যানের ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে এই শ্বেত মরুভূমিটি অবস্থিত। মরুভূমিটিকে দেখে অবাস্তব মনে হলেও এটিই বাস্তব। অনেক বছর আগে সাহারা মরুভূমি পানির নিচে ডুবে ছিল। সে সময়

সাহারা মরুভূমির একটি অংশে খড়িমাটি জমতে থাকে। খড়িমাটি জমতে জমতে একসময় এই অংশটুকু পানির উপরে ভেসে ওঠে। জমে থাকা এই খড়িমাটি থেকেই এই শ্বেত মরুভূমির সৃষ্ট

(সংগৃহিত)

মানুষের চন্দ্রবিজয়- সত্যি নাকি মিথ্যা?

একটি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছি।আমি জানি পক্ষে বিপক্ষে অনেক মতামত থাকবে আর সেটাই স্বাভাবিক।আর আমি সেটাই চাই।কারন কোন জিনিসকে আমি অন্ধভাবে বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস করতে পারি না।আমার যুক্তিতে অনেক ত্রুটি থাকতে পারে যা ভিন্নমত কিংবা সহমতের লোকের মাধ্যমে আমি সচেতন হতে পারি।
আমার আলোচনাটি LANDING ON THE MOON নিয়ে।আমি আমার সহজ যুক্তিবাদী চেতনায় মানুষের ১৯৬৯ সালের চন্দ্রবিজয়কে অবিশ্বাস করি।তবে আমি বিশ্বাস করি মানুষ শুধু চন্দ্র নয় আন্যান্য সব গ্রহ নক্ষত্র এমনকি সুর্যকে জয় করার ক্ষমতা রাখে। LANDING ON THE MOON এর প্রতি অবিশ্বাসটাও চির অবিশ্বাস নয়।উপযুক্ত যুক্তির মাধ্যমে প্রমানিত হলে সেটাকে আমার মেনে নিতে কোন আপত্তি নাই।
অনেকগুলা বিষয় এসেছে এই ব্যাপরে যে মানুষের চন্দ্র অভিযানের ইতিহাসটি মিথ্যা ছিল।যে থিউরীগুলো সর্বপ্রথম এই LANDING ON THE MOON এর বিপরীতে দেয়া হয়েছিল সেগুলোকে conspiracy theory বলে। আমি মুলত এই LANDING ON THE MOON বিষয়টিকে conspiracy theory এর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছি।যদিও এর সব যুক্তি আমার নিজেরও মনঃপুত হয় নি।আর কোন ভুমিকায় যাচ্ছি না আলোচনা শুরু করে দিচ্ছি।

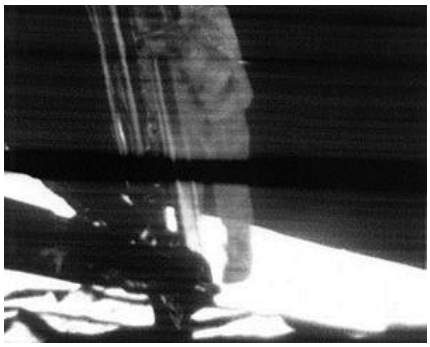

চাদের পতাকা উড়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুলত চাদের conspiracy theory টি মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য হতে থাকে আর বাস্তবিক অর্থে এই একটা কারনেই মানুষের মাঝে নাসার চন্দ্রবিজয় অগ্রহনযোগ্য হচ্ছে ধীরে ধীরে। conspiracy theory তে বলা হয়েছে,চাদে যেহেতু কোন বাতাস নেই তাই পতাকার উড্ডয়ন কোনভাবেই সম্ভব না।নাসার ফটোতে পতাকার উড্ডয়ন সপ্ষ্টভাবেই দৃশ্যমান। তবে বেশিরভাগ মানুষ এই একটি কারনকে পুজি করে বুঝে অথবা না বুঝে LANDING ON THE MOON কে অগ্রাহ্য করেন।এই ব্যাপারে

নাসার দাবিটিকেও বিবেচনায় নিয়ে এসে নিজের মতামত তুলে ধরা উচিত।

ছবিগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় পতাকার উপরিভাগে একটি iron bar ঢোকানো আছে,যার কারনে কোন বাতাস ছাড়াই সেটি চন্দ্রপৃষ্ঠের সমান্তরালে দাড়ারে পরেছে।এই যুক্তিটা আসলেই যুক্তিসংগত এবং অকাট্য। conspiracy theory যারা প্রচার করেন তারা নিজেদের theory কে বেশি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য এই iron bar এর কথাটি এড়িয়ে যান।তাতে করে মনে হয় নাসার চন্দ্রবিজয় সম্পুর্নো বানানো।কেননা বাতাস যদি না থাকে তাহলে পতাকাটি নুইয়ে পড়ে যে আবলম্বনটি মাটিতে লাগানো আছে তার গায়ের সাথে গিয়ে লেগে থাকার কথা।প্রকৃতপক্ষে,পৃথিবীতেও যখন কোন স্থানে বাতাসের বেগ কম থাকে তখন পতাকাকে এইরকম নুইয়ে থাকতে দেখা যায়।তবে পতাকার উপর যদি এইরকম কোন iron bar থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই সোজা হতে বাধ্য। তবে এখানেই শেষ নয়,ছবিগুলোতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে,পতাকাটি কখনো কখনো কুচকে আছে ,সহজ ভাষায় বললে বাতাসের কারনে পতাকা দুললে যেরকম হয় অনেকটা সেরকম।তবে এখানেও নাসার যুক্তিটি অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য তবে পোরোপুরি না।নাসার দাবী,নভোচারীরা পতাকাটি স্থাপনের সময় মাটিতে শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন যার কারনে পতাকাটি দোলার বিষয়টা খুবই স্বাভাবিক এবং পতাকাটি দোলার বিষয়টাকে inertia(মুলত গতি জড়তা) হিসেবে বিবেচনা করেছেন।আর চাদে বাতাস সেই দোলন থামানোর জন্য কোন air resistance তথা বায়ুর বাধা ছিল না(যেহতু চাদে বাতাস নাই)।তাই সেটা গতি জড়তার দরুন অব্যাহত দুলতে থাকে ।তারা পতাকার এই movement কে wavingনা বলে fluctuating হিসেবে দাবি করছেন।

To be continue

(সংগৃহিত)

হোয়াইটভিল, ভার্জিনিয়া:

১৯৮৭ সাল।হোয়াইটভিল, ভার্জিনিয়া এর একটি ছোট ,শান্ত , ছিমছাম শহর। **WYVE** নামের একটি রেডিও স্টেশনে কাজ করেন ড্যানি গরডন নামের এক যুবক। প্রতি রাতের মতো রেডিও বার্তা চেক করতে যেয়ে তিনি বেশ কিছু অস্বাভাবিক রিপোর্ট পান। এই রিপোর্ট কারীদের মধ্যে তিন জন ছিলেন আবার শেরিফ। তারা সবাই হোয়াইটভিল এর আকাশে একগুচ্ছ অদ্ভুত আলো দেখতে পান বলে দাবী করেন। ড্যানি প্রথমে এটি হেসে উড়িয়ে দিলেও মুহূর্তের মধ্যেই হোয়াইটভিল থেকে আরও অনেক তাদের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেন যে এটি তাদের চোখে পড়েছে।

ড্যানি এটিকে ভার্জিনিয়া এয়ার বেস এর কোন এক্সপেরিমেন্ট ভাবলেও তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানিয়ে দেন , সে রাতে এমন কিছু পরীক্ষা করা হয়নি। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে সবার মনেই একটা খটকা তৈরি করে। এর প্রায় দু সপ্তাহ পর, ড্যানি এবং তার বন্ধু রজার হল দুজনেই খুব কাছে থেকে ইউ.এফ.ও দেখতে পান বলে জানান।
“আমরা তখন কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ করেই গাড়ির বা দিকে আমার চোখ গেলো এবং আমি ভুমির সরলরেখা বরাবর একটি খুব ই অস্বাভাবিক বস্তু লক্ষ্য করলাম। সাথে সাথেই গাড়িটা ডান পাশে রেখে আমরা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসি। আমরা দেখতে পাই , যে আকাশযানটি আমাদের দিকে আসছে , সেটি আকৃতিতে বিশাল এবং তার মাথার দিকে একটি ডোম আছে এবং কোন পাখা অনুপস্থিত। আকাশ যানটির ডান দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেটি যত দ্রুতই আমাদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, ঠিক ততো দ্রুতই আমাদের থেকে দূরে চলে গেলো, এবং একটা সময় মিলিয়ে গেলো।”
ইউ.এফ.ও গুলোকে বার বার দেখতে পান। কয়েকটি ছবি ও তোলা হয়।
হোয়াইটভিল এর এই অদ্ভুত ঘটনার কোন ব্যাখাই পায়নি হোয়াইটভিলবাসী।

(সংগৃহিত)

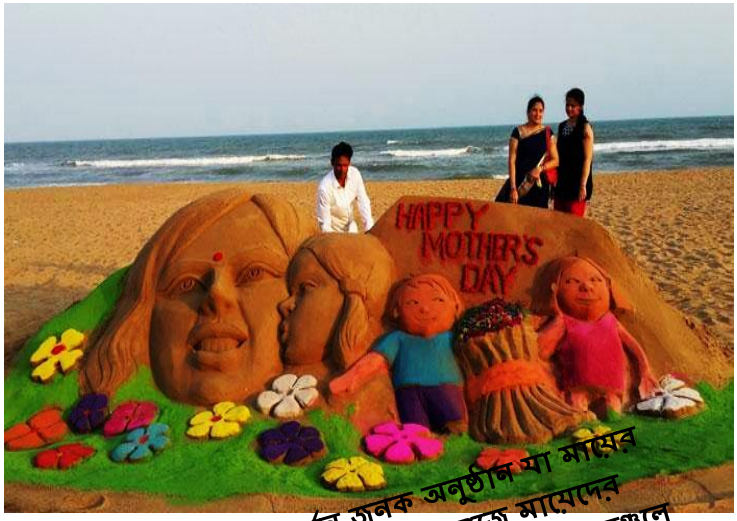

মা দিবস হল একটি সম্মান প্রদর্শন জনক অনুষ্ঠান যা মায়ের সম্মানে এবং মাতৃত্ব, মাতৃক ঋণপত্র, এবং সমাজে মায়েদের প্রভাবের জন্য উদযাপন করা হয়। এটি বিশ্বের অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন দিনে, সাধারণত মার্চ, এপ্রিল বা মে উদযাপন করা হয়।

১৫ মে - বিশ্ব পরিবার দিবস

১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস। ১৯৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়। রাষ্ট্রসংঘ ১৯৯৪ সালকে আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ ঘোষণা করেছিল।

পেনিসিলিন:

এক প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক। এটি পেনিসিলিয়াম (Penicillium) নামক ছত্রাক তৈরি করা হয়। ব্যাক্টেরিয়ার কোষপ্রাচীরের পেপটিডোগ্লাইকেন সংশ্লেষণ বন্ধ করে পেনিসিলিন কাজ করে থাকে।

গঠন:

পেনিসিলিন বিটা-ল্যাক্টাম জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক। "Penam" শব্দটি পেনাসিলিন এন্টিবায়োটিক সদস্যদের মূল রাসায়নিক গঠন বর্ণনায় ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিক গঠন এর আণবিক সূত্র আর-$C_9H_{11}N_2O_4S$। যেখানে আর একটি পরিবর্তনশীল পার্শ্ব চেইন।

সাধারন পেনিসিলিন একটি 313 আণবিক ওজন থেকে 334 গ্রাম / মোল

পেনিসিলিন আবিষ্কারের মজার কাহিনী

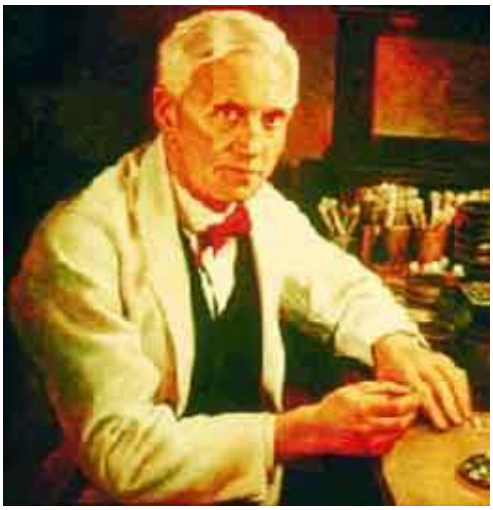

আমরা সবাই পেনিসিলিন সম্পর্কে জানি। কিন্তু আমরা কি জানি কিভাবে আবিষ্কার হয়েছিল এই পেনিসিলিন? তখন সময় ১৯২১ সাল। একদিন ইংল্যান্ডের সেন্ট মেরিজ মেডিকেল স্কুলের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। কয়েকদিন ধরে তিনি সর্দিকাশিতে ভুগছিলেন। তিনি তখন সেটে জীবাণু কালচার নিয়ে কাজ করছিলেন। হঠাৎ হাঁচি এলো। তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। সেটটা সরানোর আগেই নাক থেকে কিছুটা সর্দি সেটের উপর পড়ে গেল। পুরো জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল দেখে সেটটা এক পাশে সরিয়ে রেখে নতুন আরেকটা সেট নিয়ে কাজ শুরু করলেন। কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে গেলেন। পরদিন ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে রাখা সেটটার দিকে নজর পড়ল। ভাবলেন সেটটা ধুয়ে কাজ করবেন। সেটটা তুলে ধরে চমকে উঠলেন। দেখলেন, গতকালের জীবাণুগুলো আর নেই। দেহ নির্গত এই প্রতিষেধক উপাদানটির নাম দিলেন লাইসোজাইম।

দীর্ঘ ৮ বছর পর হঠাৎ একদিন কিছুটা আকস্মিকভাবেই ঝড়ো বাতাসে খোলা জানালা দিয়ে ল্যাবরেটরির বাগান থেকে কিছু পাতা উড়ে এসে পড়ল জীবাণুভর্তি প্লেটের উপর। কিছুক্ষণ পরে কাজ করার জন্য প্লেটগুলো টেনে নিয়ে দেখলেন জীবাণুর কালচারের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। ছত্রাকগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ছিল পেনিসিলিয়াম নোটেটাইম। তাই এর নাম দিলেন পেনিসিলিন। এভাবে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। রসায়ন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেও ওষুধ কিভাবে প্রস্তুত করা যায় তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। এরপর ডা. ফ্লোরি ও ড. চেইন পেনিসিলিনকে ওষুধে রুপান্তরিত করেন।

(সংগৃহিত

মে দিবস

১৮৮০-৮১ সালের দিকে শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করে Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada [১৮৮৬ সালে নাম পরিবর্তন করে করা হয় American Federation of Labor]। এই সংঘের মাধ্যমে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে শক্তি অর্জন করতে থাকে। ১৮৮৪ সালে সংঘটি '৮ ঘন্টা দৈনিক মজুরি' নির্ধারনের প্রস্তাব পাশ করে এবং মালিকও বনিক শ্রেণীকে এই প্রস্তাব কার্যকরের জন্য ১৮৮৬ সালের ১লা মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। তারা এই সময়ের মধ্যে সংঘের আওতাধীন সকল শ্রমিক সংগঠনকে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে সংগঠিত হওয়ার পুনঃ পুনঃ আহবান জানায়। প্রথম দিকে অনেকেই একে অবাস্তব অভিলাষ, অতি সংস্কারের উচ্চাকাংখা বলে আশংকা প্রকাশ করে। কিন্তু বনিক-মালিক শ্রেণীর কোন ধরনের সাড়া না পেয়ে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে প্রতিবাদি ও প্রস্তাব বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে থাকে। এ সময় এলার্ম নামক একটি পত্রিকার কলাম 'একজন শ্রমিক ৮ ঘন্টা কাজ করুক কিংবা ১০ ঘন্টাই করুক, সে দাসই' যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালে। শ্রমিক সংগঠনদের সাথে বিভিন্ন সমাজতন্ত্রপন্থী দলও একাত্মতা জানায়। ১লা মে কে ঘিরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আয়োজন চলতে থাকে। আর শিকাগো হয়ে উঠে এই প্রতিবাদ প্রতিরোধের কেন্দ্রস্থল।

১লা মে এগিয়ে আসতে লাগল। মালিক-বনিক শ্রেণী অবধারিতভাবে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ১৮৭৭ সালে শ্রমিকরা একবার রেলপথ অবরোধ করলে পুলিশ ও ইয়ুনাইটেড স্টেটস আর্মি তাদের উপর বর্বর আক্রমন চালায়। ঠিক একইভাবে ১লা মে কে মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রস্তুতি চলতে থাকে। পুলিশ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা শিকাগো সরকারকে অস্ত্র সংগ্রহে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। ধর্মঘট আহবানকারিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য শিকাগো বানিজ্যিক ক্লাব ইলিনয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ২০০০ ডলারের মেশিন গান কিনে দেয়। ১লা মে - সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০০,০০০ শ্রমিক তাদের কাজ ফেলে এদিন রাস্তায় নেমে আসে। শিকাগোতে শ্রমিক ধর্মঘট আহবান করা হয়, প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক কাজ ফেলে শহরের কেন্দ্রস্থলে সমবেত হয়। অগ্নি গর্ভ বক্তৃতা, মিছিলে, মিটিং, ধর্মঘট, বিপ্লবী আন্দোলনের হুমকি সবকিছুই মিলে ১লা মে উত্তাল হয়ে উঠে। পার্সন্স, জোয়ান মোস্ট, আগস্ট স্পীজ, লুই লিং সহ আরো অনেকেই শ্রমিকদের মাঝে পথিকৃত হয়ে উঠেন। ধীরে ধীর আরো শ্রমিক কাজ ফেলে আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্দোলনকারি শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ১লক্ষ। আন্দোলন চলতে থাকে। ৩ মে (কারো কারো মতে ৪মে)১৮৮৬ সালে সন্ধ্যাবেলা হালকা বৃষ্টির মধ্যে শিকাগোর হে-মার্কেট বাণিজ্যিক এলাকায় শ্রমিকগণ মিছিলের উদ্দেশ্যে জড়ো হন। আগস্ট স্পীজ জড়ো হওয়া শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছিলেন। হঠাত দূরে দাড়ানো পুলিশ দলের কাছে এক বোমার বিস্ফোরন ঘটে, এতে এক পুলিশ নিহত হয় এবং ১১ জন আহত হয়, পরে আরো ৬জন মারা যায়। পুলিশবাহিনীও শ্রমিকদের উপর অতর্কিতে হামলা শুরু করে যা সাথে সাথেই রায়টের রুপ নেয়। রায়টে ১১ জন শ্রমিক শহীদ হন। পুলিশ হত্যা মামলায় আগস্ট স্পীজ সহ আটজনকে অভিযুক্ত করা হয়। এক প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে ৬ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। লুই লিং একদিন পূর্বেই কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করেন, অন্যএকজনের পনের বছরের কারাদন্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে আরোহনের পূর্বে আগস্ট স্পীজ বলেছিলেন, "আজ আমাদের এই নি:শব্দতা, তোমাদের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হবে"।

২৬শে জুন, ১৮৯৩ ইলিনয়ের গভর্ণর অভিযুক্ত আটজনকেই নিরপরাধ বলে ঘোষণা দেন, এবং রায়টের হুকুম প্রদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর অজ্ঞাত সেই বোমা বিস্ফোরণকারীর পরিচয় কখনোই প্রকাশ পায়নি।

শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের "দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করার" দাবী অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। আর পহেলা মে বা মে দিবস প্রতিষ্ঠা পায় শ্রমিকদের দাবী আদায়ের দিন হিসেবে, পৃথিবীব্যাপী আজও তা পালিত হয়।

(সংগৃহিত)

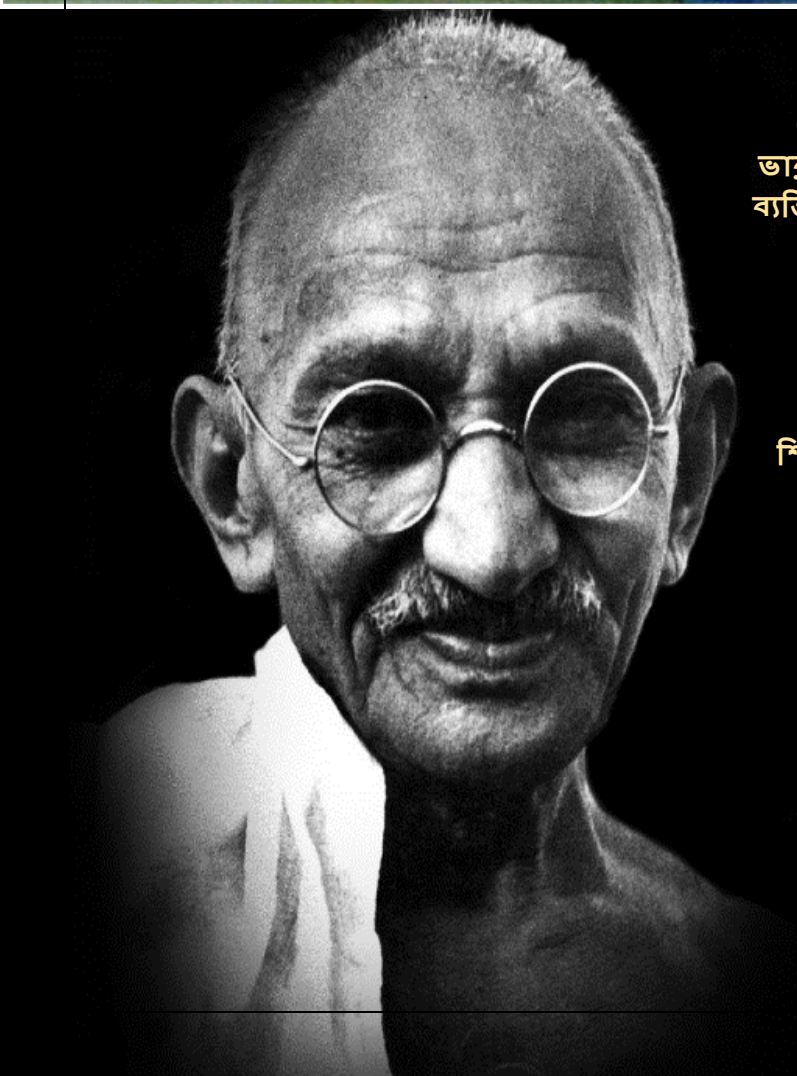

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
রাজনীতিবিদ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী অন্যতম প্রধান ভারতীয় রাজনীতিবিদ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিদের একজন এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা।

জন্ম তারিখ: ২ অক্টোবর, ১৮৬৯
জন্মস্থান: পোরবন্দর, ভারত
নিহত ব্যক্তি: ৩০ জানুয়ারী, ১৯৪৮, নতুন দিল্লি, ভারত
স্ত্রী: কস্তুর্বা গান্ধী
শিশু: হরিলাল গান্ধী, Devdas Gandhi, রামদাস গান্ধি, মনিলাল গান্ধি

First they Ignore you,
then they laugh at you,
then they fight you,
then you win.

-Mahatma Gandhi